দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 MAY 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

015

শিক্ষকের অভাব

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ কলেজে পড়ায় কে। বা আদৌ কোন কোন বিষয়ে নিয়মিত পড়াশুনা হয় কিনা। প্রশ্নের উৎস পটুয়াখালী সরকারী কলেজ সম্পর্কিত একটি খবর। বলা হয়েছে এই কলেজের শিক্ষকের সংখ্যা হবার কথা ৭৭। এই মুহূর্তে ৩৯ জন শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। অর্থাৎ শিক্ষক সংখ্যার পঞ্চাশ ভাগেরও কম দিয়ে কলেজ চলছে। অবে এ ধরনের সংবাদ কিন্তু নতুন নয়।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে দেশের অধিকাংশ স্কুল কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সত্য অস্বীকার করেননি. মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে যে কর্ম কমিশন নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করছেন। এবং আশা করছেন সমস্যার সমাধান হবে।

তবুও কিছু কথা থেকে যায়। আমাদের মনে হয় কোন পূর্ব প্রস্তুতি না নিয়ে একটির পর একটি কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বেসরকারী কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার সাথে সাথে কতকগুলি নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। এই কলেজ শিক্ষকদের আত্মীকরণ নিয়ে নানা নিয়ম-কানুন করা হয়েছে। ফলে সর্বত্রই একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। চাকরির ধারাবাহিকতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজগুলির শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

এছাড়া আছে স্বাধীনতার পর থেকে এডহক নিযুক্তির অভিশাপ। এই এডহকদের চাকরি নিয়মিত করতেই বছরের পর বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে নতুন সরকারী কলেজ হয়েছে, বহু শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছে। শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে ঝামেলা চলছে। কিন্তু শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের দিকটি অবহেলিত থেকেছে।

অবে বিলম্বে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কিছুটা আশার সৃষ্টি করবে। কিন্তু সমস্যার সবটা সমাধান হবে না। কারণ জানা গেছে কর্মকমিশন শিক্ষক নিযুক্তির যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন তার সংখ্যা শূন্য পদের চেয়ে অনেক কম।

তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কর্মকমিশনের প্রতি যথাশীঘ্র সম্ভব শিক্ষক নিযুক্তির আবেদন জানিয়ে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে শিক্ষক না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে। সে ক্ষতিপূরণের পন্থা বার করতে হবে।